আমাদের নাম কেবলই ‘‘মুসলিম’’

(আল্লাহ তা’আলা প্রদত্ত, কোন দলীয় নাম নয়)

লেখক ঃ মুরাদ বিন আমজাদ

আমাদের দা’ওয়াত

আমাদের হুকুমদাতা(রব)কেবল একজন-ই	অর্থাৎ আল্লাহ ত’আলা	তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়
আমাদের ইমাম কেবল একজন-ই	অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)	কোন ফেরক্বা বা দলের ইমাম নয়
আমাদের দ্বীন কেবল একটি-ই	অর্থাৎ আল্লহ তা’আলার মনোনীত দ্বীন ইসলাম	ফেরক্বা ভিত্তিক কোন দলীয় মাযহাব নয়
আমাদের নাম কেবল একটি-ই	অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার প্রদত্ত নাম মুসলিম	কোন দল বা ফেরক্বার নাম নয়
আমাদের মুহাব্বাতের ভিত্তি কেবল একটি-ই	অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার সাথে (জন্যে) সম্পর্ক করা	দুনিয়াবী স্বার্থ বা সম্পৃক্ততা নয়
আমাদের অহঙ্কার কেবল একটি-ই	অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান	দল, মত, পথ, দেশ বা ভাষা নয়

আমাদের নাম কেবলই ‘‘মুসলিম’’

মহান আল্লহ তা’আলা বলেন ঃ

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

‘‘আল্লাহ তা’আলা কুরআন নাযিলের পূর্বে এবং কুরআনেও তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।’’
(সূরা ঃ হজ্জ, ৭৮ আয়াত)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তা’আলা মানবজাতি সৃষ্টির সূচনা থেকেই তাঁকে মান্যকারীদের নাম **‘‘মুসলিম’’**রেখেছেন। অর্থাৎ আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত যখনই কোন নবী এসেছেন তাঁদের সবাইকেই মুসলিম বলে সম্বোধন করা হত, আর তাদের প্রতি ঈমান আনায়নকারীদেরকেও মুসলিম বলা হত।

কুরআন মাজীদে আম্বিয়া (আঃ) দের সুউচ্চ মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে বারবার **"মুসলিম"**শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কীত আয়াত সমূহ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ

(১) নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ [١٠:٧١] فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [١٠:٧٢]

(হে রসূল (সঃ)) তাদেরকে নূহের কথা শুনিয়ে দাও- যখন সে স্বীয় ক্বওম(সম্প্রদায়) কে বলেছিল হে আমার ক্বওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর তায়াক্কুল (ভরসা) করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের কলা-কৌশল এবং নিজেদের শরীকদের একত্রিত কর, যাতে তোমদের নিজেদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যহতি দিও না। (অতঃ পর এ চ্যালেঞ্জ দেয়া সত্তেও) যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তোমাদের কাছে কোন রকম পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর যিম্মায়। আমার প্রতি নির্দেশ এসেছে যেন আমি **"মুসলিম"** থাকি। **(সূরা-ইউনুস, ৭১-৭২ আয়াত)**

(২) ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [٣:٦٧]

"ইবরাহীম (আঃ) না ইয়াহুদী ছিলেন, না নাসারা (খৃষ্টান); বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।" (সূরা-আল-ইমরান, ৬৭ আয়াত)

ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) নিজেদের সন্তানদেরকে অসিয়াত প্রসঙ্গে বলেন,

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [٢:١٣٢]

"তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনই মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা-বাক্বারাহ, ১৩২ আয়াত)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হল যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকুব (আঃ) সবাই **মুসলিম** ছিলেন।

(৩) লূত (আঃ) এর ক্বওমের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল আযাব নাযিলের পূর্বে আল্লহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে উক্ত বসতি থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ [٥١:٣٦]

"আমি ঐ বসতিতে একটি পরিবার ছাড়া কোন মুসলিম পায়নি।" (সূরা-যারিয়াত, ৩৬ আয়াত)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হল যে লূত (আঃ) **মুসলিম** ছিলেন।

(৪) ইসমাঈল (আঃ) তাঁর সম্মানিত পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর সাথে এভাবে দু'আ করেছিলেন,

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ

"হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেই আপনার একটি মুসলিম উম্মাত (দল) তৈরী করুন।" (সূরা-বাক্বারাহ, ১২৮ আয়াত)

(৫) ইয়াকুব (আঃ) এর ওফাতের সময় তাঁর সমস্ত সন্তান সমস্বরে বলেছিলেন ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [٢:١٣٣]

"আমরা সবাই কেবল আল্লহরই জন্যে মুসলিম(নিবেদিত/উৎসর্গীত)।" (সূরা-বাক্বারাহ, ১৩৩ আয়াত)

(৬) ইউসুফ (আঃ) এভাবে দু'আ করতে ঃ

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
[١٢:١٠١]

"হে রব! আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সালিহীনদের সাথে মিলিত করুন।" (সূরা-ইউসুফ, ১০১ আয়াত)

(৭) মূসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

"মূসা (আঃ) বললেন ঃ হে আমার ক্বওম! যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক তাহলে তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করা, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক।" (সূরা-ইউনুস, ৮৪ আয়াত)

(৮) মূসা (আঃ) এর মোকাবেলাকারী যাদূকরগণ যখন মুসলিম হল তখন ফিরআউন তাদেরকে ফাঁসির হুমকি দিয়েছিল। কিরআউনের হুমকি শুনে ঐ সমস্ত আল্লহর বান্দাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল ঃ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ [٧:١٢٦]

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে সবর করার তাওফিক্ব দান করুন এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।" (সূরা-আ'রাফ, ১২৬ আয়াত)

(৯) সুলায়মান (আঃ) সাবার রানীর কাছে প্রেরিত চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
[٢٧:٣١]

"আমার বিরুদ্ধাচারণ করতে যেও না আর মুসলিম হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও।" (সূরা-নামল, ৩১ আয়াত)

সাবার রাণী বলেছিলেন ঃ

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [٢٧:٤٤]

“আমি সুলায়মান (আঃ) এর সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য মুসলিম (অনুগত) হয়েছি।” (সূরা-নামল, ৪৪ আয়াত)

(১০) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন ঃ

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [٣:٥٢]

“যখন ঈসা (আঃ) নিজের ক্বওমের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন ঃ কারা আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? হাওয়ারিগণ বললেনঃ আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।” (সূরা-আল-ইমরান, ৫২ আয়াত)

আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে প্রামাণিত হয় যে, সমস্ত নবীদের ওপর ঈমান আনায়নকারীদের একটিই মাত্র নাম বা পরিচয় ছিল, আর তা হল মুসলিম। অতঃপর তারা এ নামটি পরিবর্তন করে, কেউ নিজেদের নাম রাখল ইয়াহুদী বা বানী ইসরাঈল এবং কেউ রাখল ঈসায়ী (খৃষ্টান)। মোটকথা সমস্ত উম্মাতই আল্লাহ প্রদত্ত নামটি পরিবর্তন করে ফেলে। যখন নবী (সঃ) দা‘ওয়াত দিচ্ছিলেন তখন পৃথিবীতে পূর্ববর্তী উম্মাতের এমন কেউ ছিল না, যে নিজেকে মুসলিম বলত। আল্লাহ তা’আলা রসূল (সঃ) এর মাধ্যমে মুসলিমদের পুনরায় সে নামই রাখলেন। কুরাআন মাজীদে বরবার এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, ঈমানদারদের নাম মুসলিম হওয়াই উচিত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ [٣٩:١٢]

“(হে রসুল!) আপনি বলুন ঃ আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি সর্বপ্রথম মুসলিম হই।” (সূরা-যুমার, ১২ আয়াত)

অন্যত্র তা’আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [٦:١٦٢] لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [٦:١٦٣]

"(হে রসূল!) বলুন ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এ হুকুমই দেয়া হয়েছে, আর আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম।" (সূরা আনআম, ১৬২-১৬৩ আয়াত)

মুমিনদের মাধ্যমে মুসলিম নামের ঘোষণা

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে বারবার এ নামের ঘোষনা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
[٢:١٣٦]

"(হে ঈমানদারগণ বলে দাও) আমরা তো কেবল আল্লাহর জন্য মুসলিম (সমর্পিত)।" (সূরা-বাক্বারাহ, ১৩৬ আয়াত)

▣ *মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ*

মুসলিমদের সুসংবাদ দিয়ে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ [٤٣:٦٨] الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ [٤٣:٦٩]

"(ক্বিয়ামতের দিন আমি বলব) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিতও হবে না। (এ সমস্ত কথা তাদেরকেই বলা হবে) যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম।" (সূরা যুখরুফ, ৬৮-৬৯ আয়াত)

মুসলিম (অনুগত) এবং মুজরিম (অবাধ্য) দের পারস্পারিক পার্থক্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
[٦٨:٣٥]

"আমি কি মুসলিমদেরকে মুজমিদের সমান গণ্য করব ? " (সূরা-কালাম, ৩৫ আয়াত)

▣ *জিনদের মধ্যে আল্লাহর অনুগতদের নামও মুসলিম*

আল্লহ তা'আলা কেবল ঈমানদার মানুষকেই মুসলিম বলেন নি, বরং ঈমানদার জিনদেরকেও মুসলিম বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা জিনদের পারস্পারিক কথোপকথন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا [٧٢:١٤]

"আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলিম এবং কেউ কেউ যালিম! সুতরাং যে ইসলাম কবুল করেছে তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে।" (সূরা-জিন, ১৪ আয়াত)

▣ *আল্লাহ আ'আলার তরফ থেকে ঈমানদারদের প্রতি মুসলিম হওয়ার নির্দেশ*

আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে অসিয়াত স্বরূপ বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [٣:١٠٢]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলাকে সেভাবে ভয় কর যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা-আল-ইমরান, ১০২ আয়াত)

▣ *মুসলিম জামাআতের সঙ্গে জড়িত থাকার হুকুম*

রসুলুল্লাহ (সঃ) ভাল ও মন্দ যামানা প্রসঙ্গে বলেন ঃ (এমন একটি যামান আসবে) লোকেরা (গোমরাহীর দিকে) এমনভাবে দা'ওয়াত দেবে যে, তারা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে জাহান্নামের যাবার দা'ওয়াত দেবে। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তারা তাকে জাহান্নামে ফেলে দেবে (অর্থাৎ যে তাদের কথা মেনে নেবে সে জাহান্নামে যাবে)। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, ইয়া রসুল্লাহ (সঃ)! আপনি তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বলুন। ***রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ***

هُمْ مِّنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا۔

তারা আমাদেরই কওমের লোক, আর আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে।

হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি সে যামান পাই তাহলে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন?
রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ

تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اِمَامَهُمْ ـ

তুমি মুসলিম জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে।

হুযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, যদি মুসলিমদের জামাআত না থাকে এবং তাদের কোন ইমাম না থাকে (তাহলে আমি কি করব) **?**
রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ

قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ-

(এমতাবস্থাতে) তুমি সমস্ত দলগুলো থেকে পৃথক থাকবে। যদিও কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয়, যে পর্যন্ত না তোমার মৃত্যু হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতান -৬৬০৫, সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত-৪৬৩৩)

রসুলুল্লাহ (সঃ) এর আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাটি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও গোজামিল নেই। এ ভবিষ্যৎবানী মোতাবেক যখন উম্মাতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে এবং উম্মাত দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তখন যদি আল্লাহ ওয়ালাদের জামা'আত থাকে তবে তার নাম হবে মুসলিম। এই মুসলিমরা সমস্ত দলগুলো থেকে পৃথক থাকবে এবং জাহান্নামের দিকে আহবানকারীদের সাথে তার কোন সম্পর্ক বা সাদৃর্শ থাকবে না।

নবী (সঃ) এর অসিয়াত

আলোচ্য হাদিসে দুই টি বিষয়ে অসিয়াত করা হয়েছে ঃ

১। মুসলিম জামাআতকে আঁকড়ে থাকা

২। মুসলিম জামাআতের অনুপস্থিতিতে সমস্ত দল থেকে পৃথক থাকা। এমনকি যদিও গাছের শিকড় কামড়িয়ে থাকা লাগে, তবে তাই করা এবং এভাবেই মৃত্যুবরণ করা।

বলুনতো! রসুলুল্লাহ (সঃ) এর এই অসিয়াতের ওপর কিভাবে আমল করা সম্ভব? যদি জামাআতুল মুসলিমীন থাকে তবে তার সাথে শরীক হতে হবে। আর যদি না থাকে তবে সমস্ত দলগুলো থেকে পৃথক থাকতে হবে এবং এভাবেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

(আলহামদুল্লিাহ)-মুসলিম জামাআতের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং সমস্ত দল থেকে পৃথক হয়ে কেবল মাত্র মুসলিম জামাআতকে আঁকড়ে থাকতে হবে।

▣ *আল্লাহর রসুলের নির্দেশ*

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জাহেলী মতবাদের দিকে ডাকে সে জাহান্নামী। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! যদি সে সালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে? তিনি (সঃ) বললেন ঃ যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে।

অতঃপর বললেন ঃ

فَادْعُوْا بِدَعْوَى اللّٰهِ الَّذِىْ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ۔

সুতরাং (মুসলিমদেরকে) ঐ নামেই ডাক যে নামে আল্লহ তা'আলা ডেকেছেন। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিমীন, মুমিনীন, ইবাদাল্লাহ। (তিরমিযী তাঁর আসবাবুল আমসালে বর্ণনা করেছেন, তিনি এ হাদিসকে সহীহ বলেছেন)

সুতরাং যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের উপাধি, আমাদের নাম পরিবর্তনের অনুমতি দেন নি, তখন নাম পরিবর্তন করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? অথচ আফসোসের বিষয় হল, লোকেরা (আল্লহ প্রদত্ত নাম পরিবর্তন করেছে, এমনকি এ জন্য তারা গর্ববোধও করে থাকে)।

এখন আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন, আপনি কি নিজেকে কেবলমাত্র মুসলিম বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত ? আমাদের আহবান, আপনি অবশ্যই এজন্যে প্রস্তত থাকবেন। সর্বত্র এটা বলবেন,

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [٣:٦٤]

" (সবাই) সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।" (সূরা আল-ইমরান, ৬৪ আয়াত)